চুয়াডাঙ্গায় টগর এমপির বাড়িসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও জনতার উল্লাস

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদায় বিজয়ের আনন্দ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণ এমপি সহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী বাড়ি ভাঙচুরের খবর পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার দুপুর ৩ টার পর থেকে এই ঘটনা ঘটে।

দামুড়হুদা উপজেলায় সাধারণ শিক্ষার্থী জনসাধারণের রাস্তায় নেমে এসে বিজয়ের আনন্দ আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে বিভিন্ন স্থানে মিষ্টি বিতরণ করেছে। আনন্দ মিছিল শেষে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহবায়ক আবিদ হাসান রিফাত, যুগ্ন আহবায়ক সাদ্দাম সাকিব নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা দর্শনা সরকারি কলেজ শহীদ মিনারে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এই ছাত্র আন্দোলনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা ও শোক পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। এদিকে বিক্ষুপ্ত জনতারা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগরের বাস ভবন সহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতাকর্মীদের বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি আলী আজগার টগরের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগ করেছে। ঘটনার বিবরনে জানাযায়, বৈষম্য বিরোধী সাধারণ ছাত্র/ছাত্রী সমাজের উদ্যোগে সরকার পদত্যাগের ১ দফা দাবি পৃরন হবার সাথে সাথে ঢাকা গনভবন দখল করে নেয় ছাত্র ছাত্রীরা এরপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাছিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে সারা বাংলাদেশের ন্যায় বিক্ষুব্ধ জনতা চুয়াডাঙ্গা আসনের এমপি আলী আজগার টগরের দর্শনাস্থ আকাশ টাওয়ারের মার্কেট ও আলীসান বাড়িতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকলে দর্শনা বাসির মধ্যে আতকং ছড়িয়ে পড়ে।

সরজমিনে দেখা যায়, জনগনের যে একদফা দাবি পৃরন হবার সাথে ও প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালাবার পরপরই দর্শনাসহ আশপাশ এলকায় মিষ্টি বিতরন করতে দেখা যায়। অপরদিকে, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সহ সম্পাদক, আব্দুল মান্নানের সিঙ্গার শো রুম

বিক্ষুব্ধ জনতা দোকান ভংচুর করে। পরে দর্শনা দক্ষিনচাদপুর ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক আব্দুল হাকিমের দোকান ভাংচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এরপর দর্শনা আকন্দবাড়িয়া শেখ পাড়ায় ওমর বাড়ি ভাংচুর করে। পরে প্রায় ৪ গ্রামবাসি মিলে সিংনগরের বিল দখল করে মাছ ধরা শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

দামুড়হুদায় শেখ হাসিনার পদত্যাগে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দামুড়হুদায় শেখ হাসিনা’র পদত্যাগে বিএনপির আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানার মোড় এলাকা থেকে সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ মিছিল টি বের করে দামুড়হুদার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

জানাগেছে, গতকাল দুপুরের পরে মূলত টেলিভিশনে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন, সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে দামুড়হুদা থানার মোড় এলাকায় জমা হতে থাকে। পরে থানার মোড় এলাকা থেকে বিশাল এক আনন্দ মিছিল বেড় হয়ে উপজেলার প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল টি শেষ হয়। এসময় কোথায় কোন প্রশাসনের দেখা মেলেনি। তবে উপজেলা বঙ্গবন্ধু মোড়াল চত্বর ভাংচুর করা হয়। থানার একটি গাড়ীকে লক্ষ করে ইটপাটকেল ছুঁড়া হয়। এতে কোন পুলিশ হতাহত হয়নি। গাড়ীর সামনের কাঁচ ভেঙ্গে যাই।

খোঁজ নিয়ে জানাগেছে, উপজেলার সব গুলো ইউনিয়নে বিএনপি’র আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে সর্ব স্তরের হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করে। কোথাও তেমন কোন অপৃতিকর ঘটনা ঘটেনি। দামুড়হুদা দর্শনা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগের রাস্তায় যে তোরণ গুলো ছিলো সেগুলো ভেঙ্গে দিয়েছে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ কারীরা। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সড়কের পাশে আওয়ামী লীগের বেনার ফেস্টুন ছিড়ে ফেলা হয়েছে। সর্বশেষ দামুড়হুদা, কাঁঠাল তলা,

ডুগডুগি, কার্পাসডাঙ্গা, নতিপোতা ও দর্শনায় বিএনপির বিশাল আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাসে মানুষ কে মিষ্টি বিতরণ করতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ও জীবননগরে কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ

একদফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গা জেলাজুড়ে কর্মসূচী পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয় শিক্ষার্থীরা। কোথাও কোথাও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গেলে বাধার মুখে পড়েন তারা। ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা তাদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

জেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন ছিল। জেলাজুড়ে এমন পরিস্থিতি অব্যাহত আছে। রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা- মেহেরপুর সড়কের ভালাইপুর বাজারে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন আন্দোলনকারীরা।

এসময় তারা একদফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে যান চলাচল বন্ধ করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। সড়কের দু পাশে সৃষ্টি হয় যানজট। একই সময় জেলা শহরের কোর্টমোড় এলাকাতে বিক্ষোভ করতে গেলে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীদের বাধার মুখে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তাদের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হয়। শহরের হাসপাতাল সড়কে সনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সামনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালালে সেখানে ৩ জন আহত হন।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শহরে ছাত্র ছাত্রী ও জামাতের লোকজন নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে আন্দোলনকারীরা বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে জড়ো হলে কিছুটা চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।তারপর মানুষের মনে আতঙ্কসৃষ্টি হয়। মুহূর্তে জনশূন্য পরিনত হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা

মিতা। রোকসানা মিতা প্রশাশন সাথে নিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পরে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ দর্শনাকে শান্ত করার জন্য মটরসাইকেল মহড়া দেয় এবং তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রকাশ্যে পটকা ফুটিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা।

এছাড়া জেলার বদরগঞ্জ, জীবননগর ও আলমডাঙ্গাতেও সড়কে নামে আন্দোলনকারীরা। এদিকে, এমন পরিস্থিতিতে জেলাজুড়ে জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

দর্শনায় বঙ্গবন্ধুর ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকী পালনে প্রস্তুতিমূলক

বিদেশি দূঃসাশনে লাঞ্ছিত নিপিড়িত ও অবহেলিত বাঙ্গালী জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়ে ছিলেন দূরদম, দূর্জয়, নির্ভিক মহাপ্রাণ, বাংলার শ্রেষ্ট বীর, কিংবদন্তি নেতা, বাঙ্গালী জাতির হৃদয় স্পন্দন, বাংলার মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ট বাঙ্গালী, অসাংবাদিত নেতা, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকী পালনে দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্যপক প্রস্তুতি গ্রহন করা হচ্ছে।

গতকাল শনিবার সকাল ১১ টা ও বিকালে দর্শনায় প্রস্তুতিমূলক মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পৃথক এ দুটি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের পরপর ৪ বারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য, জনপ্রিয়, জননন্দিত জননেতা হাজি আলী আজগার টগর বলেন, স্বাধীননতা মহানায়ক বন্ধুবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের ৪৯ তম শাহদত বার্ষিকীতে শোকবকে শক্তিত পরিণত করে, মুজিব চেতনায় জাগ্রত হয়ে শফত নিতে হবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সোনার বাংলাদেশে যারা অহেতুক অরাজকতা সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ স্বিকারের অপচেষ্টা করছে, সেই স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্তহাতে প্রতিহত করার। পচাত্তরের ১৫ আগষ্ট যারা জাতীর জনককে স্বপরিবারের হত্যা করেছিলো সে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র আবারো মাথাচারা দিয়ে উঠেছে।

পৃথক এ দুটি মতবিনিময়সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান।

এমপি আলী আজগার টগরের আয়োজনে এ সভায় আরো বক্তব্য দেন, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, সহসভাপতি শফিকুল আলম, যুগ্নসম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, ইউপি চেয়ারম্যান, কামাল উদ্দিন, শফি উদ্দিন, ইয়ামিন, শফিকুর রহমান রাজু, আ. করিম, শুকুর আলী, হযরত আলী, নিজাম উদ্দিন, মিল্টন মোল্লা, রবি বিশ্বাস, তাহাজ্জত মির্জা, সোহরাব হোসেন খান, আব্দুল হান্নান, মির্জা লিটন, আ্দুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতা সেকেন্দার আলী, জাহাঙ্গীর আলম, শুকুর আলী, আ. মালেক মোল্লা, জসিম উদ্দিন, গোলাম রসুল, প্রদীপ বিশ্বাস, মুন্তাজ আলী, বিল্লাল হোসেন, নজির আহমেদ, জিয়াবুল হক, শফিউল কবীর ইউসুফ, জাহিদুল ইসলাম, আবু তালেব, আবু সাঈদ খোকন, খলিলুর রহমান ভুট্রো, আজাদুল ইসলাম, স্বপন, আব্দুল হাকিম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, সহসভাপতি সোলায়মান কবির, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ রিংকু প্রমুখ।

ধর্ষককে গ্রেফতারের দাবীতে আলমডাঙ্গা প্রসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাস বাগুন্দা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে ধর্ষক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে লিখিত সংবাদ সম্মেলন করেন ধর্ষিতার পক্ষে মানবতা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক এ্যাডঃ মানি খন্দকার।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মানবতা ফাউন্ডেশনের গন সংযোগ কর্মকর্তা হাফিজ উদ্দিন হাবলু,অপারেশন অফিসার এ্যাডঃ জিল্লুর রহমান জালাল,মোটিভেশন অফিসার জাকিয়া সুলতানা ঝুমুর।

বেলা বারোটার দিকে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে ফাতেমা খাতুনের পক্ষে মানি খন্দকার লিখিত বক্তব্য বলেছেন আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন (২০) পিতা মৃত খেদের আলী মাতা মোসাম্মৎ মর্জিনা খাতুন শংকরচন্দ্র, থানা চুয়াডাঙ্গা সদর, জেলা চুয়াডাঙ্গা, এপি বাসা নম্বর ২৭৪ (ছাপাখানা মোড়) থানা মিরপুর মডেল ঢাকা জন্ম নিবন্ধন নম্বর ২০০৪১৮১২৩৭১১২৭২৯৬,মোবাইল নাম্বার ০১৯৯৯৫৬১৪১৪,আমার মা ও ভাবিকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসিয়া আসামি ১। আলাউদ্দিন (৪৩) পিতা মোহাম্মদ রমজান আলী মাতা সাহিদা বেগম, সাং খাস বাগুন্দা,থানা আলমডাঙ্গা জেলা চুয়াডাঙ্গা জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর ৬৪৫৮২৯৩৬৫৮ এর বিরুদ্ধে এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছে যে,আমার বাবা মারা যাওয়ার পর সাংসারিক অভাব অনটনের কারণে আমার মা আমাকে আমার চাচাতো ভাইয়ের স্ত্রী মোসাম্মৎ সুলতানা ইভা এর বাসায় রাখেন। আমি প্রায় ১৩ বছর ধরে আমার ভাবি মোছাম্মৎ ইসমাত সুলতানার সাথে তার বাসায় বসবাস করিয়া আসতেছি।চাকরির সুবাদে আমি ভাবির সাথে মিরপুর মডেল থানাধীন (ছাপাখানা মোড়)বাসা নম্বর ২৭৪ তে বসবাস করি। আসামি মোহাম্মদ আলাউদ্দিন ৪৩, আমার ভাবি মোসাম্মৎ কিসমত সুলতানা এর আমেরিকান প্রবাসী আপন শাশুড়ি

মোছাম্মদ নাদিরা বেগমের দ্বিতীয় স্বামী হাওয়াই প্রায়ই উক্ত বাসায় যাওয়া আশা করতে থাকেন। আসামি বাসায় আসিয়া প্রায়ই অবস্থান করিতেন। আমার ভাবি উপজেলা কৃষি অফিস নারায়ণগঞ্জ, ঢাকায় কর্মরত এবং তাহার স্বামী বেসরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে যেতেন। তার স্ত্রী সরকারি চাকরির সুবাদে প্রতিনিয়ত আমাকে বাসায় একা রেখে কর্মস্থলে যাইতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ১৫/২/২০২৪ তারিখ সকাল অনুমান ৮ ঘটিকার সময় ভাবি ও তার স্বামী আমাকে ও তার সৎপিতা আসামিকে ঢাকা মিরপুর থানাধীন ছাপাখানা মোড় বাসা নম্বর ২৭৪(৬তলায়) এর বাসায় রাখিয়া তাদের দুই সন্তানকে দিয়ে অফিসে যান। একই তারিখ বেলা অনুমান ১১ টার সময় আমি বারান্দায় বসে থাকা অবস্থায় আসামি আমাকে কাজের কথা বলিয়া রুমে ডেকে নিয়ে যায়।

একপর্যায়ে স্ত্রী আমেরিকার প্রবাসী হাওয়াই, আসামির স্ত্রী তাহাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবে বলে প্রলভন দেই,বলেন আমি বিদেশ চলে গেলে তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া সহ আমার নামের সম্পত্তি দিয়া ও আমাকে বিবাহ করবে বলিয়া বিভিন্ন প্রলোভন দেখাইয়া আমার পরণে থাকা সালোয়ার কামিজ খুলিয়া ধর্ষণ করেন। এরপর হইতে আসামি বিভিন্ন সময় উক্ত সময় আসিয়া আমাকে বিবাহের প্রলভন দেখাইয় ধর্ষণ করতে

থাকেন। আসামি সর্বশেষ গত ৮/ ৫/ ২০২৪ তারিখে বেলা অনুমান ১১ ঘটিকার সময় আমাকে উক্ত বাসার আসামির স্বয়ন কক্ষের মধ্যে ধর্ষণ করে।পরবর্তীতে আমি অন্তঃসত্তা হইলে বিষয়টি আমার ভাবিকে বিস্তারিত জানালে ভাবি ঘটনার বিবরণ শুনিয়া আমার মা ও ভাই সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে আলোচনা করেন ঘটনার বিস্তারিত আমার মা ভাই ও পরিবারের সাথে আলোচনা করিয়া তাহাদের সহায়তায় মিরপুর মডেল থানায় আসিয়া এজাহার দাখিল করি।মীরপুর মডেল থানার শিশু নির্যাতন মামলা নং২৬ তারিখ ৯/৬/২৪।বাদী মোছা ফাতেমা খাতুন।

চুয়াডাঙ্গার অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা

চুয়াডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীন রাজনের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে নির্যাতন, যৌতুক দাবী ও হত্যা চেষ্টার অভিযোগে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে।

আজ শনিবার (৩ আগস্ট) দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী মামলা রুজুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার কুন্দিপুর গ্রামের মরহুম দলিল বিশ্বাসের ছেলে শাহাবুদ্দীন রাজন। তিনি প্রায় এক যুগ আগে একই গ্রামের জেসমিন আরার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক করে বিয়ে করেন। তাদের শাবাব (৯), সাদমান (৭) ও শায়ন (২) নামে তিনটি ছেলে সন্তান রয়েছে। রাজন বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি স্ত্রীর কাছে যৌতুক দাবী করে আসছেন। তিনি জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার একটি মাদ্রাসায় চাকরীর কথা বলে শ্বশুরের কাছ থেকে ৮ লাখ টাকা নিয়ে আর ফিরিয়ে দেননি। এরপর আবারও তিনি টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করে তার স্ত্রীকে শারীরিক মানসিক নির্যাতন শুরু করেন।

মামলায় বাদী আরও উল্লেখ করেন,তার স্বামীকে মেয়েদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি নিষেধ করলেও তিনি না শুনে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। গত ২৪ জুলাই বিকেলে চুয়াডাঙ্গার পৌর এলাকার শান্তিপাড়া স্কুলমোড়ের বাবুর ভাড়া বাসায় থাকাকালীন স্বামী ও শ্বাশুড়ী মিলে টাকার দাবীতে তাকে নির্যাতন শুরু করেন। এক পর্যায়ে হত্যার উদ্দেশ্যে তার গলা চেপে ধরেন। পরে মাটিতে ফেলে মারপিট করে গুরুতর আহত করলে স্থানীয়দের সহায়তায় সদর হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে তিনি বাসায় ফিরে আসেন। ২৫ জুলাই সকালে ঘটনাটি তিনি তার পরিবারকে জানালে তার স্বামী আবারও তাকে মারপিটের চেষ্টা করলে তিনি ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। প্রাণ বাঁচাতে ৯৯৯ নম্বরে ফোন দিলে থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাকে উদ্ধার করে।

অধ্যক্ষের স্ত্রী মামলার বাদী জেসমিন আরা বলেন, তিন শিশু সন্তান নিয়ে বিচারের আশায় পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসকের সঙ্গে দেখা করেছেন। নির্যাতন, হত্যা চেষ্টা ও যৌতুক দাবীর ঘটনায় সদর থানায় স্বামী ও শ্বাশুড়ীর নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেছি। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনুক তিনি সেটাই চান। তিনি আরো জানান, তার স্বামী গত ৭ মাস বাড়িতে খাওয়া- দাওয়া, গোসল করেন না। মাঝে মাঝে বাইরে রাত যাপন করেন। সন্তানসহ তাকে ভাড়া বাসায় রেখে নিজের ইচ্ছা মত চলাফেরা করেন। প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠে চাকরী পাওয়ার পর নারীদের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ সেকেন্দার আলী জানান, প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীনের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ)/৩০ তৎসহ পেনাল কোডের ১১৪/৫০৬ ধারায় একটি মামলা রুজু হয়েছে। সদর থানার মামলা নং-০২, তারিখ ০১/০৮/২০২৪ ইং। অভিযুক্তকে গ্রেফতারে পুলিশী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তবে তিনি গাঁঢাকা আছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক বলেছেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তিনি শহরের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেও দায়িত্ব পালন করেন। তারা জানান, অধ্যক্ষ নিজের খেয়াল খুশি মত বিদ্যালয় পরিচালনা করার পাশাপাশি বিদ্যালয় ও পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কয়েকজন নারী অভিভাবকের সঙ্গে খোসগল্পে মেতে থাকেন। এতে ঐতিহ্যবাহী প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের সুনাম ক্ষুন্ন হচ্ছে। এমন নারীলিপ্সু অধ্যক্ষ এ স্কুলটির সুনাম প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তারা প্রত্যাশা করেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক

ড.কিসিঞ্জার চাকমা অভিযুক্ত অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শাহাবুদ্দীনের কাছে মামলা ও নানা অভিযোগের বিষয়ে জানতে তার ব্যবহৃত দুটি মোবাইল ফোন নাম্বারে কল দেওয়া হয়। ০১৭৩৭-১৩৫০৫৪ নম্বর মোবাইল ফোনে একাধিক বার কল দেওয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়। ০১৬১৭-১৪৫১২০ নম্বর মোবাইল ফোনে কল দেওয়া হলে তিনি রিসিভ করেন। সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে কথা বললে তিনি কলটি কেটে দিয়ে ফোন বন্ধ করে দেন।

চুয়াডাঙ্গা প্রদীপন মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠের সভাপতি জেলা প্রশাসক ড.কিসিঞ্জার চাকমা বলেন, অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। মামলা দায়েরের কাগজপত্র আমরা চাইবো। প্রতিষ্ঠানের বিধান মোতাবেক যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সেই আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্য প্রতিষ্ঠানে চাকরীর বিষয়টি তার জানা নেই বলে তিনি জানান। তবে খোঁজ নেয়া হবে বলে তিনি নিশ্চিত করেন। তিনি আরো বরেন, ওনার বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন কর্ণার থেকে আমরা খবর পাচ্ছিলাম। আমরাও তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কাজ করছি। মূল প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় অধিকার বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টীর স্যানিটেশন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন

মৌচাক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে দর্শনায় অধিকার বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্টীর স্যানিটেশন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় দর্শনা পৌরসভার রামনগর কালিদাসপুর আদিবাসী পাড়ায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়নে এ সভা

অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মৌচাক উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি তক্কেল আলী, মৌচাক উন্নয়ন সংস্থার ম্যানাজার মকগুল হোসেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে কৃষকের মৃত্যু

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামে বিদ্যুতের ঝুলন্ত তারের সংস্পর্শে এক কৃষকের মৃত্যুর ঘটনায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৮ টার দিকে নিজ জমিতে মাটি কাটতে গিয়ে এ দুর্ঘটনায় বজলুল হক (৪৬) নামের ওই কৃষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নিহতের ঘটনাটি সত্যতা নিশ্চিত করেছে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া ফাঁড়িপুলিশের ইনচার্জ (এসআই) জামাল হোসেন।

স্থানীয়রা জানায়, কৃষক বজলুল হক বাড়ির পাশের ফইজু খালি মাঠের জমিতে চাষের জন্য মাটি কাটতে যায়। মাটি কাটার সময় ওই জমির উপর দিয়ে যাওয়া সেচের কাজের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক মোটরের তার বজলুল হকের মাথায় স্পর্শ হয়। এসময় তিনি ওই তার হাত দিয়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এতে বিদ্যুৎস্পর্শে ঘটনাস্থলেই মারা যান বজলুল হক।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, সকালে এক কৃষক বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে মারা গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের

সাহিত্য আসর পদধ্বনি অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক সাহিত্য আসরের ১৫৪৪ তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় শহীদ আলাউল হলে চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাপ্তাহিক পদধ্বনি অনুষ্ঠিত হয়।

১৫৪৪তম পর্বে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি কবি নজমুল হেলাল । স্বরচিত লেখা পাঠ করেন এম এ হামিদ, মুরশিদ, সার্থক আলীম, সুমন মালিক, বনলতা, শহিদুল ইসলাম, কাজল গুরু, শহিদুল রনি, আবু নাসিফ খলিল, হুমায়ুন কবীর, সুমন ইকবাল, সাইফুল ইসলাম, এম এ মামুন প্রমুখ।

অনুভূতি ব্যক্ত করেন কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংঘের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং ডা. হেদায়েত উল্লাহ। চিরায়ত সাহিত্য থেকে লেখা পাঠ করেন হোসেন মোহাম্মদ ফারুক । স্বরচিত লেখার উপর বিশদভাবে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহয়োগী অধ্যাপক খোন্দকার রোকনুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নজির আহমেদ এবং হুমায়ূন কবীর। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক সুমন ইকবাল ।

অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গায় মায়ের অভিযোগে

মাদক সেবী ছেলের কারাদন্ড

মায়ের অভিযোগে মাদক সেবী ছেলেকে ১৫ দিনের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলা

সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিস কুমার সাহা এ রায় দেন।

মাদক সেবী সজল আহম্মেদ (৩২) আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের ছের আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, সজল দীঘদিন ধরে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টা সেবন করে আসছে। এতে পরিবার তাকে নিষেধ করলেও কোন নিষেধ শোনে না। মাদক সেবনের টাকার জন্য তার মা সহ পরিবারের লোকজনকে ধরে মারপিট করে। এছাড়া বাড়ির জিনিসপত্র গোপনে বিক্রি করে মাদক সেবন করে। বৃহস্পতিবার সকালে সজলের মা পেতি খাতুন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিস কুমার সাহার নিকট হাজির হন। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সজলকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেন।

উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) আশিস কুমার সাহা বলেন, সজলের মায়ের অভিযোগে পুলিশের সহযোগীতায় তার বাড়ি থেকে সজলকে আটক করা হয়। পরে তার বিছানার নিকট থেকে ২পিস ট্যাপেন্টা উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলেই তাকে ১৫ দিনের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।